

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের
জন্তু প্রতি লাইন ১০০ আনা, এক মাসের জন্তু
প্রতি লাইন প্রতিবার ১০ আনা, তিন মাসের জন্তু
প্রতি লাইন প্রতিবার ৩১০ আনা, ১১ এক টাকার
কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বহু
স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং
আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্কি বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সভাক বাষিক মূল্য ২১ টাকা
হাতে ১১০ টাকা। নগদ মূল্য ১০ এক আনা।
বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

ঐবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—o—o—

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৯ই আশ্বিন বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 26th Sept. 1951 { ২০শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ষড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেশিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেশিন, ফটো ক্যামেরা, ষড়ি, টর্চ,
টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেশিনারী স্থলভে সুন্দররূপে মেলামত
করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত
শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে
স্বপ্ন রুঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়,
তাই নিজের জন্তুও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-
মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্তুও তেমনি তাঁদের
উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা
নির্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়?
হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায়
স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক মঙ্গল ও বিভিন্ন
প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা
আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মাহুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সৰ্বভোজ্য দেবেভ্যো নমঃ



জঙ্গিপুৰ সংবাদ

২ই আশ্বিন বুধবাৰ সন ১৩৫৮ সাল।

ছেলে-ভুলানো ছড়া

—o—

ছোট ছোট খোকা খুকীৰা যখন ঘুমায় না,
অথচ বিরক্ত করে, তখন মা, মাসীমা, দিদিমা-মা
নানা রকমারী ছড়া বলে' তাদের শান্ত ক'রে
রাখবার প্রয়াস পান। যিনি এই ছড়া বলেন, তিনি
চিং হইয়া শুইয়া পা দুটা গুটাইয়া পায়ের উপর
খোকা বা খুকীকে বসাইয়া তালে তালে দোলান
আর ছড়া বলেন—

ঘুঘু ঘু, পেটে ফু, কি ছেলে? বেটা ছেলে।
কই বেটা? মাছ ধরতে গিয়েছে। মাছ কৈ?
চিলে নিয়েছে। চিল কই? ডালে বসেছে।
ডাল কই? পুড়ে ছাই হয়েছে। ছাই কই?
ধোপা নিয়েছে। ধোপা কই? কাপড়
কাচতে গিয়েছে। কাপড় কই? বউ পরেছে।
বউ কই? জলকে গিয়েছে। জল কই?
ঘোড়ায় খেয়েছে। ঘোড়া কই? খালে
চুকেছে। খাল কই? বুজে গিয়েছে।

বউ মলো হেসে। কলসী গেল ভেসে।

যেমন প্রশ্ন তেমনই সঙ্গ সঙ্গ উত্তর শুনলেন
এই ছেলেভুলানো ব্যাপারে। সত্যি সত্যি রাজ-
দরবারে এমনি ছেলে ভুলানো প্রশ্নোত্তর শুনা যাই-
তেছে। পাশ্চম বাংলা আইন পরিষদে জনাব
মহম্মদ কাসেম আলির প্রশ্নের উত্তরে সমবায়, সাহায্য
ও পুনর্ন্যাস্তি বিভাগের মন্ত্রী জনাব আর, আমেদ
জানান যে ১৯১১ অব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ১৯৫০
এর দাঙ্গা বিধ্বস্ত মুসলমানদের ৮৫৬০৩০১/৩ আট
লক্ষ ছাপ্পান হাজার ত্রিশ টাকা সাত আনা তিন
পাই খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। যে সব
প্ৰবাসকাৰী লোকের মারফত খয়রাতি বণ্টন করা

হয় তাহাদের নাম করিতে গিয়া ১০ জন জনাব,
১০ জন শ্রীযুক্ত ও ১ জন মিষ্টার এর নাম করেন।
তার মধ্যে ৫ জন জনাব ও ৬ জন শ্রীযুক্ত অসম্পূর্ণ
হিসাব পেশ করিয়াছেন। এই অসম্পূর্ণ হিসাব-
ওয়ালাদের মধ্যে আছেন সৰ্বজন পরিচিত মুর্শিদা-
বাদের এম, এল, এ, জনাব খোদাবক্স। তাহার
সম্বন্ধে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রশ্ন করেন—জনাব খোদা-
বক্স প্রায় ১২ হাজার টাকার হিসাব দেন নাই।
সে টাকা গেল কোথা? স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী মহাশয়
বলেন—যে সকল এজেন্ট মারফৎ খয়রাতি দেওয়া
হইয়াছিল, তাহাদের কয়েকজন পাকিস্থানে চলিয়া
যাওয়ায় জনাব খোদাবক্সের পক্ষে তাহাদের স্বাক্ষর
সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক মুর্শিদাবাদ
বাসীদের মুখ রক্ষা হইল। মীর জাফরের কৃতকর্মের
জন্ত মুর্শিদাবাদকে চিরকলঙ্ক বহন করিতে হইতেছে।
দেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে—

চাটি, মাটি, মিথ্যাকথা, এই তিনে কল্কাতা।
পুঁই, আমড়া, ধান, তিনে বর্ধমান।
কাঠ, পাত, বাউরী, তিনে জেলা শিউরী।
কাঙাল, বাঙাল, খুদে, তিনে জেলা নদে।
চোর, চোটা, হারামজাদ, তিন নিরে মুর্শিদাবাদ।
মানীর মান ভগবান রাখেন। বিরোধী দলের
প্রশ্নকর্তারা আর কি করিবে? আগে যদি
স্বাক্ষর দেওয়ার পর টাকা দিবার প্রথা বোধ হয়
উঠিয়া গিয়াছে। নইলে টাকা দিয়া তার স্বাক্ষরের
জন্য এ রকম বিপদে পড়িতে হয়! জনাব খোদা-
বক্সের মান খোদা রাখিয়াছেন। সাধারণ নির্বাচন
আগতপ্রায়। এ সময়ে কত শ্রীযুক্ত কত জনাবের
এবং কত জনাব কত শ্রীযুক্তের সাহায্য আশা করেন
কাজেই যে “সরকারকা মাল দরিয়ামে ডাল” ব্যবস্থা
আছে, তার জন্ত কোন পক্ষ বেশী ঘাঁটাঘাটি
করিবে না।

শ্রীদেবেপ্রনাথ সেন, শ্রীজ্ঞানানন্দ নিয়োগী কর্তৃক
প্রদত্ত অসম্পূর্ণ হিসাবের স্বরূপ জানিতে চাহিলে
বিভাগীয় মন্ত্রী জনাব আর, আমেদ বলেন,
এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ চাওয়া হইয়াছে।
ইহাতে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রীকে অসম্পূর্ণ হিসাবই
পরিষদে পেশ করিতে অরুচোধ করিলে জনাব আর,
আমেদ বলেন অসম্পূর্ণ হিসাব পরিষদে পেশ করা

যায় না। শ্রীজ্ঞানানন্দ নিয়োগী মহাশয় এ বিষয়ে
এক বিবৃতি দিয়াছেন। পত্রান্তরে তাহার মর্ম
প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি এই ব্যাপারের কিছুই
জানেন না। তিনি যে টাকা গ্রহণ করেন নাই
তাহার সম্পূর্ণ হিসাবই বা কি আর অসম্পূর্ণ
হিসাবই বা কি? এখন মাননীয় মন্ত্রী জনাব
আর, আমেদের উত্তর সত্য না নিয়োগী মহাশয়ের
বিবৃতি সত্য তাহা প্রধান মন্ত্রী মহাশয় চেষ্টা করিলে
বুঝিতে পারেন। পরিষদের গত অধিবেশনে এই
নিয়োগী মহাশয়ের প্রধান মন্ত্রীর খাস চিঠির কাগজে
কাপড়ের গদীয়ানকে চিঠি লেখা লইয়া আলোচনা
হয়। প্রধান মন্ত্রী তাঁর কাগজে নিয়োগী মহাশয়ের
লেখার কোন অধিকার নাই বলিয়াছিলেন। ইতেন
বাগানের নিখিল ভারত প্রদর্শনীর হিসাব লইয়া যে
জল্পনা হয়, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন তিনি ছিলেন
যুগ্ম-সম্পাদক। যাহাতে প্রদর্শনী স্তম্ভভাবে সম্পন্ন
হয় তাঁর উপর সেই ভার ছিল। তিনি বেতনভোগী
ছিলেন না। হিসাবের দায়ী তিনি নন। প্রদর্শনীতে
কোন লোক হারাইলে তাহাকে “প্যাগোডায়”
যাইতে বলা হইত। আমরা বলি—যিনি হিসাব
চান “প্যাগোডায়” গিয়া অপেক্ষা করুন। বিনা
হিসাবে স্তম্ভভাবে প্রদর্শনার কাজ সম্পন্ন হইয়াছে
ইহাই যথেষ্ট। যে দেশে শতকরা আশী জনের
অধিক লোক নিরক্ষর, সে দেশের হিসাব কে
লইবে? এখানে খোকা ভুলানো ছড়াই যথেষ্ট।

“ব্রহ্ম জানয়ে কমল মাধুরী

তাই সে তাহার বশ।

রসিক জানয়ে রসের চাতুরী

আনে কহে অপবশ।”

ব্রজধামে তনুত্যাগ

—o—

জঙ্গিপুরের অনতিদূরবর্তী জ্যোতকমল গ্রামের
সর্বাঙ্গীণ প্রবীণতম অধিবাসী ছিলেন রসরাজ
দত্ত মহাশয়। তিনি ছিলেন “জঙ্গিপুৰ সংবাদে”র
সংস্থাপক সম্পাদকের পিতৃদেবের সতীর্থ। তাহার
বয়স হইয়াছিল ৯৩৯৪ বৎসর। এ বয়সেও তিনি
একটুকুও অক্ষম হন নাই।

বৎসর দশেক পূর্বের কথা। দত্ত মহাশয় এক-
দিন জঙ্গিপুৰ রোড ষ্টেশনের নিকটবর্তী তাঁহার
জ্যোতস্নান পরিদর্শন করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে
তাঁহার বৈষ্ণব প্রকৃতিস্থলত একটা গান চাপাগলায়
গাহিতে গাহিতে ফিরিতেছেন। আমাদের গ্রাম্য
সম্পর্কের ঠাকুর দাদা তিনি। নাতি সম্পর্ক বলিয়া
তিনি আমাদের সঙ্গে হাসি মস্করাও করিতেন।
আমরাও তাঁহার ব্যবহারে স্পর্ধাও পাইতাম
যথেষ্ট। তাঁহার গানখানির রচনা বড় ভাল লাগায়
বলিলাম—দাদা গানটা লিখে দিবেন? ঠাকুরদাদা
উত্তর দিলেন—শাক্ত বামুন, এ গান নিয়ে করবে
কি? গানটা লিখে নিলাম। গত ৩০শে ভাদ্র
দত্ত ঠাকুরদা বৃন্দাবন ধামে নখর দেহ ত্যাগ
করিয়াছেন। তাঁহার গানের সঙ্গে তাঁহার যে
কামনা ছিল, তাহা পূর্ণ হইতে দেখিয়া তিনি যে
সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন সে বিষয়ে কোন
সন্দেহ নাই। তাঁহার একমাত্র কৃতবিত্ত পুত্র
শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বিহার গবর্ণমেন্টের
বিভিন্ন জেলা স্কুলে হেড মাস্টারী করিয়া পেনসন
পাইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। প্রৌঢ়াবস্থায়
পিতৃবিয়োগ তাঁহাকে ভাগ্যহীন করিল। আমরা
তাঁহার এই শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া দত্ত
মহাশয়ের গানখানিও প্রকাশ করিলাম।

গান

শুরো! এ দীনের কি সেদিন হবে?
ব্রজে হবো গুন্ডলতা,
সে তো কঠিন কথা,
ব্রজধামে কবে এ দেহ লুটাবে?
সম্প্রতি আমি সকলি ছাড়া,
হ'রে আছি যেন জীবন্তে মরা,
হরি বলবো মুখে,
শুনে বন্ধুলোকে,
হৃদপদ্মে হরি কবে প্রকাশিবে?
এ দীনের কি সেদিন হবে?

“ফিরে চল আপন ঘরে”

পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসের যুগান্তর দল কংগ্রেস সভা-
পতি শ্রীজহরলালজীর ডাকে কংগ্রেসে ফিরিয়া

যাইতে সম্মত হইয়াছে। ডাকার মত ডাকলে
ভগবানও ছুটে আসেন। কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক
ফ্রন্ট “ঘিদল না হ'তে অকুরেই শুকালো”।

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
সার্বজনীন দুর্গাপূজার ১৩৫৭ সালের
আয়-ব্যয়ের হিসাব

জমা—			
মোট হাঁদা আদায়			৪২৬।০
শ্রীকণিভূষণ সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে ধার			
জমা			১২৮।১৫
ব্যয়—			
পূজা খরচ	২৪১।১৫
প্রতিমা	৫৩.
মণ্ডপ	৪৩।০
লক্ষ্মীপূজা	৪৮।০
কবিগান	৩০.
বাগ	৫৪.
আলো	৭।০
মাঝি	৮।০
বিবিধ	২১।০

মোট—৫০৮।১৫

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকণিভূষণ সিংহ

সাং রঘুনাথগঞ্জ

৩রা আশ্বিন, ১৩৫৮।

Checked and found correct.

Sd/- S. R. Saha.

21. 9. 51.

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুৰ ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই নভেম্বর ১৯৫১

১৯৫১ সালের ডিক্রীকারী

২৭০ খাং ডি: উমাচরণ দাস দিৎ দে: রায়
জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাধর দিৎ দাবি ২১।৬
থানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে মহম্মদপুর ১-৪৬ শতকের
কাত ৩।৬ আ: ১০. খং ৭৪

২৭১ খাং ডি: ঐ দেং ঐ দাবি ৩০।৬ মোজাদি
ঐ ৭৭ শতকের কাত ৬।৮ আ: ১৫. খং ৭৩

২৭২ খাং ডি: ঐ দেং ঐ দাবি ২০।০ মোজাদি
ঐ ১-৩৫ শতকের কাত ৩।০ আ: ৮. খং ১২১

২৭৩ খাং ডি: ঐ দেং ঐ দাবি ২০।৩ মোজাদি
ঐ ৮৪ শতকের কাত ৩।১০ আ: ১০. খং ৮৩

২৭৫ খাং ডি: ঐ দেং ঐ দাবি ১৫।০ মোজাদি
ঐ ১৭ শতকের কাত ১।৬ আ: ৫. খং ১৩৩

২৮৮ খাং ডি: ঐ দেং ঐ দাবি ২২।৬ মোজাদি
ঐ ১-৭৮ শতকের কাত ৬।০ আ: ১৫. খং ১২০

২৬২ খাং ডি: ঐ দেং ঐ দাবি ৩২।৬ থানা ঐ
মোজে মহম্মদপুর ও ইলাসপুর ২-৬৫ শতকের কাত
১০।৬ আ: ২৫. খং ১৩০

২৭৪ খাং ডি: ঐ দেং ঐ দাবি ১২।৬ থানা ঐ
মোজে ইলাসপুর ১৬ শতকের কাত ২।১০ আ:
১০. খং ৪৬

২৭৬ খাং ডি: ঐ দেং ঐ দাবি ১৬।৬ মোজাদি
ঐ ৫ শতকের কাত ১।৬ আ: ৫. খং ১৭

১৪২ খাং ডি: সেবাইত গোবিন্দদাস নাথ দেং
ভোলানাথ সাহা দিৎ দাবি ৩৩।২ থানা রঘুনাথগঞ্জ
মোজে শ্রীপুর ৭ শতকের কাত ৪. আ: ১০. খং
১৬৪৭

১৪৩ খাং ডি: ঐ দেং ঐ দাবি ১৮।৩ মোজাদি
ঐ ২ শতকের কাত ১।০ আ: ১০. খং ১৬৮৮

১৪৪ খাং ডি: ঐ দেং ঐ দাবি ২৪।৬ মোজাদি
ঐ ৩ শতকের কাত ৫।১০ আ: ১০. খং ১৬৮২

৩৪৬ খাং ডি: মনোরঞ্জন দাস দেং রূপজান
বিবি নাবালিকা পক্ষে অলি ভাতা ও স্বয়ং চমৎকার
সেখ দিৎ দাবি ২২।২ থানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে
তেঘরী ২০ শতকের কাত ৩।০ আ: ৫. খং ৪৭৭
রায়ত স্থিতিবান

২০০ খাং ডি: নীলরতন রায় দেং লালমহম্মদ
সেখ দাবি ২।৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে নদীপুর
৩ শতকের কাত ৭।০ আ: ২. খং ৬৪ রায়ত
স্থিতিবান

৩৮৮ খাং ডি: ভূজকভূষণ দাস দিৎ দেং আব্বাস
সেখ দিৎ দাবি ৩৮।০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে
দোনলিয়া ১১২ শতকের কাত ৪।০ আ: ১০.
১১২ রায়ত স্থিতিবান

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুৰ ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই নভেম্বর ১৯৫১

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৪১০ খাং ডিঃ ভুজ্জভূষণ দাস দিং দেং বিষ্ণুপদ সিংহ দিং দাবি ৭৮৯/৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে জালালপুর ও হুদয়াপুর খারিজ বাদে ৪১২ শতকের কাত ১২০/০ আঃ ১৫, খং ১২২, ১০০ রায়ত স্থিতিবান

৪১১ খাং ডিঃ ঐ দেং ভাহু মণ্ডল দিং দাবি ৪১৬ থানা ঐ মোজে সাহাজাদপুর ৯৫ শতকের কাত ৫১১/২ আঃ ১৫, খং ১৪৭ রায়ত স্থিতিবান

৪২৫ খাং ডিঃ ঐ দেং হাজি লক্ষরী বিশ্বাস দিং দাবি ১৬৬৯/৯ থানা ঐ মোজে বড়শিমুল ৪৭ শতকের কাত ১১/০ আঃ ৫, খং ৪২৭ রায়ত স্থিতিবান

৪৭১ খাং ডিঃ ঐ দেং ভোফজ্জল বিশ্বাস দিং দাবি ২২৬/৩ থানা ঐ মোজে পিয়ারাপুর ৩৬৭ শতকের কাত ৫৬৫/০ আঃ ৩, খং ১৭৬ রায়ত স্থিতিবান

৪৭২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৯৬ মোজাদি ঐ ৪৩ শতকের কাত ২১৫ আঃ ৩, খং ৮৫ রায়ত স্থিতিবান

৪৭৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩১৬৫/৬ মোজাদি ঐ ৭৯৩ শতকের কাত বুদ্ধিসহ ১৪১১৪ আঃ ৫, খং ১৭৩ রায়ত স্থিতিবান

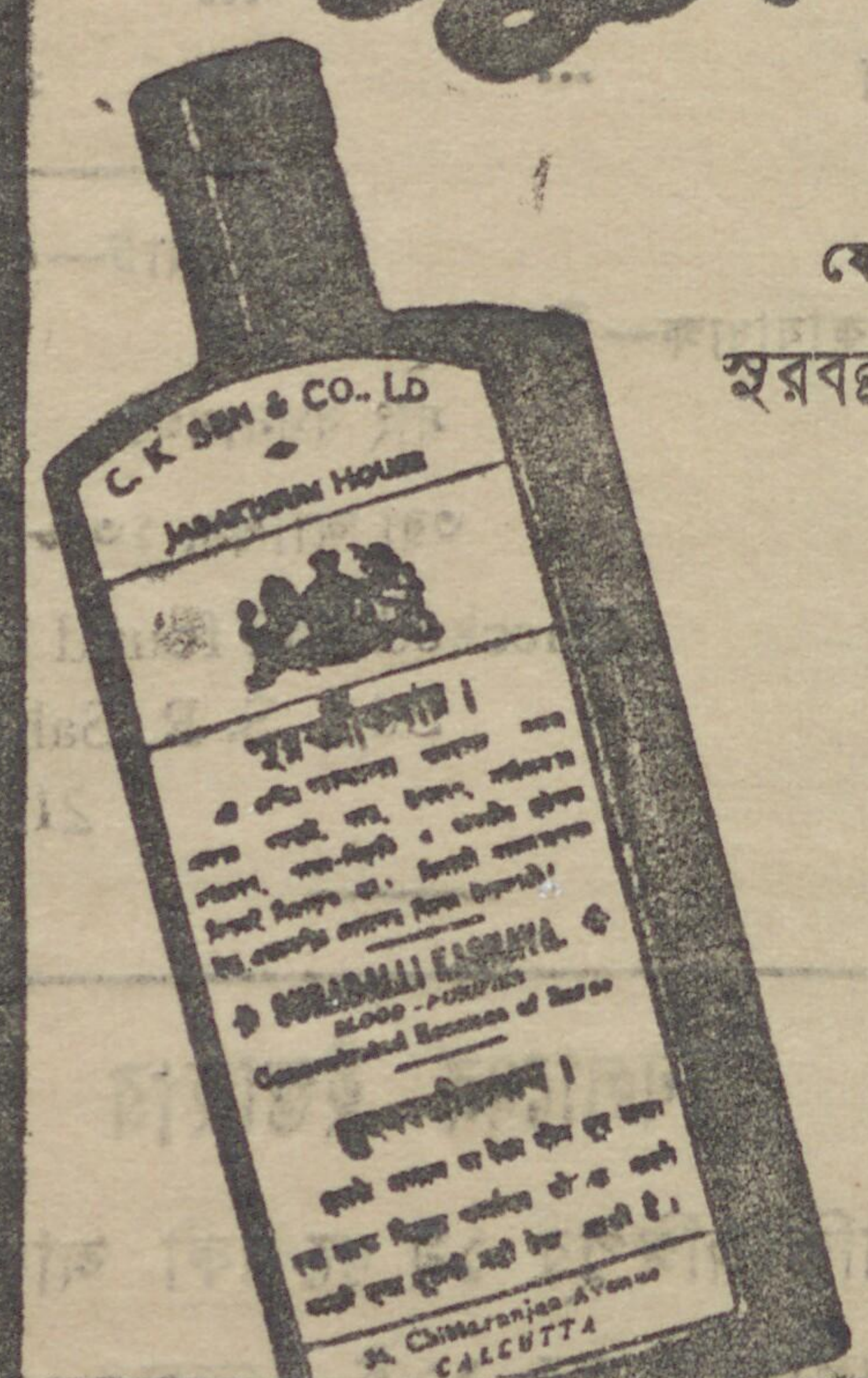
১৮১ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী দিং দেং রমণীমণ্ডন দাস দিং দাবি ৬৪৬/৩ থানা স্ত্রী মোজে হিলোড়া ১-৩৮ শতকের কাত ৯০ আঃ ১০, খং ২১৭৯ মোজা ডাহিনা খং ৩০৫

১৮২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪২১/০ মোজাদি ঐ ১-১৮ শতকের কাত ৫১০ আঃ ১০, খং ২০৩৯

২১১ খাং ডিঃ লুটবিহারী দত্ত দেং একজিকিউটার সীতারাম সিংহ দাবি ২২১/৬ থানা স্ত্রী মোজে মদনা ৩৮৭ শতকের কাত ৫১/৭ আঃ ২, খং ১০৩



স্বরবল্লা



বে সব ডাক্তার রা
স্বরবল্লা ব্যবস্থা করে
দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে
এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ
নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব
কমই আছে।
সর্বপ্রকার চর্মরোগ, ঘা, স্ফোটক,
নালি, রক্তহৃষ্টি প্রভৃতি নিরাময়
করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।
ইহা যকৃৎের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া
অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে।
গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র
সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি.কে.সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাবুসুন্ম হাউস, কলিকাতা

